তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আপনি কেন হর্ষবর্ধন পড়াবেন

(৫-এর পৃষ্ঠার পর)

অন্যদিকে কলেজগুলোতে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা ক্রমাগত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। ভর্তি পরীক্ষা যতই নেয়া হোক, মেধা তালিকা যতই করা হোক চূড়ান্ত পর্যায়ে ছাত্র সংসদের দেয়া তালিকা অনুযায়ীই অনার্স ও মাস্টার্স বিভাগের ছাত্র ভর্তি করাতে হয়। না করলে রক্ষা নেই। কার ঘাড়ে কয়টা মাথা আছে যে আওয়ামী লীগ আমলে ছাত্রলীগের নেতাদের তালিকার বাইরে এবং এখন বিএনপি আমলে ছাত্রদলের নেতাদের লিস্টের বাইরে একটিও ছাত্র ভর্তি করতে পারে!

কলেজভেদে অনুপাতের পার্থক্য হয় শুধু। কোন কলেজে শতকরা ৫০ ভাগ এবং যে সমস্ত কলেজ প্রশাসন দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত সেখানে শতকরা একশ' ভাগ ছাত্রই ভর্তি হয় ছাত্র নেতা-নেত্রীদের দেয়া তালিকা অনুযায়ী। শিক্ষকরা অসহায়। প্রতিরোধ করার নৈতিক বল পর্যন্ত তারা হারিয়ে ফেলছেন। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক এক্ষেত্রে শিক্ষকরা কলেজ প্রশাসনের নতজানু ও দুর্নীতির সহায়কে পরিণত হন। সুতরাং ভাবা দরকার এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে গোটা ভর্তি পরীক্ষা প্রক্রিয়াটিকে কিভাবে স্বচ্ছ করা যায় কলেজগুলোতে সে সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত নয় কি? আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে একাধিক যে ধারা বিদ্যমান পৃথিবীর কোথাও এমন বহুমাত্রিকতা আছে কিনা সন্দেহ। একদিকে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত আমজনতার শিক্ষা। পাশাপাশি কিন্ডার গার্টেনসহ ইংলিশ মিডিয়াম এবং ক্যাডেট কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থা। আর এর সাথেই জড়িয়ে রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। সুতরাং এই বহুমাত্রিক ধারার সমন্বয় কিভাবে হবে সেধরনের প্রাগ্রসর চিন্তা বা উদ্যোগ এখন পর্যন্ত অনুপস্থিত। এখানে শিক্ষার ফলাফল বিচার্য হয় না, রাজনৈতিক সমীকরণই পেয়ে আসছে প্রাধান্য। প্রকৌশল, চিকিৎসা ও বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষার প্রশ্নটি আমরা এখানে তুলছি না। শিক্ষামন্ত্রী যে কর্মমুখী শিক্ষার কথা বলেছেন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং এর বৈশিষ্ট্য কি কর্মমুখী শিক্ষার আর্থ-সামাজিক উপযোগিতা পূরণ করতে সক্ষম হবে? না এখানেও মৌলিকতা অক্ষুণ্ন রেখে বাস্তবোচিত সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে, আবেগ ও রাজনীতি বাদ দিয়ে এ সম্পর্কেও কি ভেবে দেখার সময় আসেনি?

এ লেখার দিন দুপুরে প্রেসক্লাবের সামনে কিছু ছাত্রছাত্রীর অবস্থান দেখলাম। ওরা হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। ব্যানারে লেখা দেখলাম 'Help us learn better English'। বুঝলাম সামাজিক উপযোগিতাকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। রাজনীতির মেরুকরণ ও জেদ যতই আমাদের পিছে টানুক।

আমাদের যে পাঠ কর্মসূচি রয়েছে তা একেবারেই পরিত্যাজ্য নয়। রাজনীতির বিরুদ্ধবাদিতা যেন সমস্ত শুভ ও বাস্তবকে অস্বীকার না করে। শুধু নীতি গ্রহণ এবং পরিত্যাগ এ নিয়েই যদি আমাদের রাষ্ট্রীয় তরণীর বেলা কেটে যায়, তাহলে পাড়ি কখন দেব আমরা। আজকের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আমরা বলছি বর্তমান সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের দিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিক। সে হিসেবে সম্রাট হর্ষবর্ধনকে নিয়ে সময় কাটানোর গুরুত্ব যদি কমে যায় তাতে আপত্তি নেই। তাই স্বাভাবিক। এখন একমাত্র শিক্ষামন্ত্রীই জানেন তিনি আসলে কি বলতে চেয়েছেন।